প্রথম আলো

তারিখ - 6 MAY 2017
পৃ. ২০ কলাম ২

এসএসসির ফল

মূল্যায়নের নতুন পদ্ধতি কতটা নতুন?

চলতি বছর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের অভিনন্দন জানাই। পরপর দুই বছর পিছিয়ে থাকার পর এবার গণিতে কিংবা বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার বৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

কিন্তু একই সঙ্গে এসএসসি পরীক্ষায় যে বিপুলসংখ্যক (৩ লাখ ৫০ হাজার ২৪০ জন) শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হলো, স্বীকার করতে হবে সেটি দেশ ও জাতির জন্য বিরাট অপচয়। এরা ১০ বছর ধরে কেবল বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেনি, প্রাথমিক ও জুনিয়র সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর এসএসসিতে অবতীর্ণ হয়েছে। বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজনও শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ না হওয়া আরও দুর্ভাগ্যজনক।

এবার ১০ শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৮০ দশমিক ৩৫ শতাংশ, যা গতবারের চেয়ে ৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ কম। ৭ বছরের মধ্যে চলতি বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার সর্বনিম্ন হওয়ার পেছনে নীতিনির্ধারকেরা পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের পদ্ধতি সংস্কারের কথা বললেও সেটি প্রকৃতপক্ষে কতটা সংস্কার, সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। এত দিন উদারভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের নামে 'ঢালাও পাস' করিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা ছিল, শিক্ষা ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য তা ছিল ক্ষতিকর। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি এখন সেই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে থাকে, তারা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু একই সঙ্গে এর আগে উদারতা দেখিয়ে পাস করানোর নীতির কারণে যে প্রজন্মের ক্ষতি করা হলো, তার জন্য জবাবদিহিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সময়োপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। একটি শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ২৫ শতাংশ কমে যাওয়া কিংবা আরেকটি বোর্ডের ৯০-এর ঘর অতিক্রম করার মধ্যে কোনো 'কারসাজি' আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এক বছর যে বোর্ডের ফলাফল নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়, পরের বছর সেই বোর্ডের ফল ভালো হয়ে যায়। এটিও শুভ লক্ষণ নয়।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে উচ্চশিক্ষার ভিতটি তৈরি হয় মাধ্যমিক পর্যায়েই। শিক্ষার এ পর্যায়ে কোনো গলদ থাকলে উচ্চশিক্ষায় তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। অতএব, প্রশ্নপত্র তৈরি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্বীকৃত মান রক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে পাঠদানের দক্ষতা-যোগ্যতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। শিক্ষার মান ধরে রাখতে পরীক্ষার ফলাফলের অসংগতি দূর করতে যে নিবিড় ও নিরন্তর তদারকি প্রয়োজন, সেই সরল সত্যটিও আশা করি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে রাখেন।